بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

বিশ্বের সব দেশেই মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা চাই। বিশেষ করে যদি ওহ্‌দেদার এবং জামাতের কর্মী আর ওয়াকফে জিন্দেগীগণ এর প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে নামাযের উপস্থিতি অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ১৫ই এপ্রিল ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন শরীফে নামায আদায় বা নামায পড়ার প্রতি বেশ কয়েক স্থানে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। কোথাও নামাযের হিফাযত বা সুরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোথাও রীতিমত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে আবার কোন স্থানে সময়মত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে, আর এর জন্য নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই হলো নামাযের সময় যা এক মু'মিনের যত্ন সহকারে মেনে চলা উচিত বা যার ওপর মু'মিনের প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এক কথায় নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা করা এবং নামাযের আবশ্যকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বারবার এক মু'মিনকে নসীহত করেছেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা বলেছেন তা হলো মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত। যেমন তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ জ্বিন এবং মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত করা। কিন্তু মানুষ এই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে না এবং এটি থেকে দূরে পড়ে আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য যা নির্ধারণ করেছেন তা হলো তোমরা খোদার ইবাদত কর। কিন্তু যারা এই মৌলিক ও প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিয়ে পশুর মত জীবনের উদ্দেশ্য কেবল খাওয়া, পান করা এবং ঘুমিয়ে থাকা বলে মনে করে তারা খোদার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয় এবংতাদের ক্ষেত্রে খোদার ওপর আর কোন দায় দায়িত্ব থাকে না। অতএব একজন ঈমানদার ব্যক্তির সকল চেষ্টা এবং মনোযোগ সহকারে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত যেন সে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারে, খোদার কৃপাবারি লাভ করতে পারে। আর ইবাদতের এই উদ্দেশ্য কিভাবে সাধিত হতে পারে? এর জন্য ইসলাম আমাদেরকে পাঁচ বেলা নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদতের প্রাণ হলো নামায। সুতরাং এই প্রাণ হস্তগত করার মাধ্যমেই আমরা ইবাদতের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি। হুজুর (আইঃ) বলেন স্থানীয়দেরও এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আপনারা রীতিমত আপনাদের মসজিদে বা নামায সেন্টারে নামাযের জন্য যাবেন, বিশেষ করে ফজরের নামায পড়ার জন্য। শুধু এখানে নয় বরং বিশ্বের সব দেশেই মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা চাই। বিশেষ করে যদি ওহদাদার এবং জামাতের কর্মী আর ওয়াকফে জিন্দেগীগণ এর প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে নামাযের উপস্থিতি অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। রীতিমত এবং যথাযথভাবে নামায পড়া এবং নামায কায়েম করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বৈঠকে বলেন, নামায রীতিমত আবশ্যক বিষয় হিসেবে কায়েম কর। অনেকেই শুধু এক বেলার নামায পড়ে। স্মরণ রাখা উচিত যে, নামায থেকে ছুটি পাওয়া যায় না বা নামায মাফ হয় না, এমনকি নবীদেরকেও নামায মাফ করা হয়নি। এক হাদীসে রয়েছে যে, একটি নতুন জামাত মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিজেদের নামায মাফ করাতে চেয়েছে যে, আমাদের ব্যস্ততা আছে, কাজের আধিক্য রয়েছে তাই আমাদের নামায মাফ করা হোক। তিনি (সা.) বলেন, যে ধর্ম আমল বা কর্ম শূন্য সেটি কোন ধর্মই নয়। তাই এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখ এবং নিজেদের আমলকে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা বা নির্দেশ অনুযায়ী বানিয়ে নাও।

অতএব আসল বিষয় হলো খোদার কৃপা। কারও এই ধারণা ভুল যে, স্বাস্থ্যই সব কিছু বা অমুক অমুক কাজ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অসুস্থতার সময় অমুক ঔষধ খেলেই স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে। এসব কিছু খোদার নির্দেশের অধীনে কাজ করছে আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে সবকিছু বৃথা। সুতরাং যার ইচ্ছা এবং নির্দেশে সবকিছু চলছে তাঁর সামনে আমাদের বিনত হতে হবে এবং তাঁরই ইবাদত করতে হবে,তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। সুতরাং

নামায যেখানে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক সেখানে তা বিপদাপদ এবং সমস্যা থেকেও আমাদের রক্ষা করে। আমাদের অনেক কাজ এমন আছে যা বাহ্যত অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু খোদার দরবারে ঝুঁকলে এবং খোদার সাথে সম্পর্কের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে। অতএব যা কিছু সাধিত হয় খোদার ইচ্ছা অনুসারেই হয়। সে কারণেই খোদার কৃপাধন্য হওয়ার বেশি বেশি চেষ্টা করা উচিত।

হুজুর (আইঃ) বলেন, এরপর শুধু নামাযই নয় বরং তিনি আমাদের কাছে এর চেয়েও বড় প্রত্যাশা রাখেন। নামায এবং তাহাজ্জুদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এই পুরো আয়ুষ্কাল যদি জাগতিক কাজকর্মেই কেটে যায় তাহলে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করলে? যদি জীবনের পুরো সময়, প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত মানুষ জাগতিক আয় উপার্জনেই ব্যয় করে তাহলে পরকালের জন্য সে কি সঞ্চয় করলো। তিনি বলেন, বিশেষ সতর্কতার সাথে তাহাজ্জুদের জন্যও উঠ আর সুগভীর একাগ্রতা ও আগ্রহের সাথে তা পড়। মধ্যবর্তী নামাযগুলোতে চাকুরির কারণে পরীক্ষা এসে যায়। আল্লাহ্ তা'লাই প্রকৃত জীবিকা দাতা। তাই নামায যথাসময়ে পড়া উচিত। কোন কোন সময় যোহর-আসরের নামায জমা হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, মানুষ দুর্বলই হবে, তাই তিনি এই ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু এই ছাড় তিন নামায জমা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেখানে চাকুরী এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে মানুষ শাস্তি পায় এবং সরকার বা কর্মকর্তাদের ক্রোধভাজন হয় সেখানে খোদার খাতিরে কোন কষ্ট সহ্য করা কতইনা প্রশংসনীয় বিষয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, নামায কী? এটি এক বিশেষ দোয়া। কিন্তু মানুষ নামাযকে বাদশাহ্দের কর মনে করে, যেন বাধ্য হয়ে দিচ্ছে বা আদায় করছে, যেন তাদের ওপর এই কর চাপানো হয়েছে। নির্বোধ এতটাও জানে না যে, আল্লাহ্ তা'লার এসব কিছুর প্রয়োজন কী? তাঁর ব্যক্তিগত আত্মাভিমান এর মুখাপেক্ষি নয় যে, মানুষ দোয়া করবে, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা এবং আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের ঘোষণা করবে। এতে মানুষের জন্যই কল্যাণ নিহিত এবং এভাবে সে তার লক্ষ্যে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, একইভাবে এই বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নাও যে, ইবাদত কোন বোঝা বা কর নয়, এতেও একটি স্বাদ এবং আনন্দ অন্তর্নিহিত আছে। এই স্বাদ এবং আনন্দ জাগতিক সকল স্বাদ ও আনন্দ এবং রিপুর সকল ভোগ বিলাস থেকে উন্নত ও মহান। তিনি বলেন, যেভাবে এক রোগী পরম উৎকৃষ্ট খাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে অনুরূপভাবে, হ্যাঁ অবিকল সেভাবেই সেই পরম দুর্ভাগা মানুষই আল্লাহ্র ইবাদতকে উপভোগ করে না। যদি এক রোগী রোগের কারণে বা অসুস্থতার কারণে এবং মুখ তিতা হওয়ার কারণে একটি উত্তম খাবার পছন্দ না করে, এর স্বাদ যদি না পায় তার অর্থ এটি নয় যে, সেই খাবার নষ্ট বরং এর অর্থ হলো, সে অসুস্থ। অনুরূপভাবে যে নামায এবং ইবাদত উপভোগ করে না তার অর্থ এই হবে না যে, নামাযে কোন আনন্দ বা স্বাদ নেই বা আল্লাহ্ তা'লা রাখেননি। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তা অন্তর্নিহিত রেখেছেন কিন্তু মানুষের নিজের স্বভাব প্রকৃতি, অসুস্থতা এবং রুচি বিকৃতির কারণে সে তার স্বাদ পায় না।

এরপর নামাযের আনন্দ এবং নামাযের স্বাদ উপভোগের বিষয়টির ওপর আরও আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, বস্তুত আমি দেখি যে, মানুষ এজন্য নামাযে উদাসীন এবং অলস হয় যে, তারা সেই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অবহিত নয় যা আল্লাহ্ তা'লা নামাযে অন্তর্নিহিত রেখেছেন। এর বড় কারণ হলো তারা সে সম্পর্কে অনবহিত। সুতরাং আমি বলতে চাই, হৃদয়ের প্রদাহ এবং আবেগ আপ্লুত হয়ে এই দোয়া করা উচিত যে, যেভাবে ফলফলাদি এবং হরেক প্রকার জিনিসের বিভিন্ন স্বাদ দিয়েছ, তদ্রুপ নামায এবং ইবাদতেরও একটিবার স্বাদ পাইয়ে দাও। সুস্বাদু কিছু খেলে মনে থাকে। দেখ! কোন ব্যক্তি এক সুদর্শনকে একটি বিশেষ আনন্দের সাথে যদি দেখে তাহলে তার তা ভালোভাবে মনে থাকে। এছাড়া কোন কুৎসিত চেহারা ও ঘৃণ্য অবয়বের কাউকে দেখলে তার পুরো অবস্থা এর গঠনের নিরীখে তার সামনে মূর্ত হয়। অতএব সৌন্দর্যও মনে থাকে আর অসুন্দরও মনে থাকে। হ্যাঁ যদি কোন সম্পর্ক না থাকে বা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে কিছু মনে থাকে না। অনুরূপভাবে যে নামাযীদের দৃষ্টিতে নামায হলো এক প্রকার জরিমানা, অর্থাৎ সকালে উঠে প্রচন্ড শীতে ওযু করে আরামের ঘুম পরিত্যাগ করে বেশ কয়েক প্রকার সুখ ও আনন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে পড়তে হয়, আসল কথা হলো নামাযের প্রতি তার এক প্রকার অনীহা রয়েছে যা সে বুঝে উঠতে পারে না। সেই স্বাদ এবং প্রশান্তি যা নামাযে অন্তর্নিহিত আছে সে সম্পর্কে সে অবহিত নয়, তাই নামাযে সে কিভাবে স্বাদ পেতে পারে। তিনি বলেন, আমি দেখি যে, এক মদ্যপ এবং নেশাবাজ মানুষ যতক্ষণ আনন্দ না পায় উপর্যুপুরি পান করতে থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ না তার এক প্রকার নেশা হয় সে পান করতে থাকে, বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবান মানুষ এ দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিছু মানুষ নামায পড়া সত্ত্বেও আবার পাপ করে। পৃথিবীতে এটিই দেখা যায় যে, অনেকেই আছে যারা অনেক নামায পড়ে আবার পাপেও লিপ্ত হয়। এর উত্তর হলো, এরা নামায পড়ে কিন্তু সেই প্রেরণা এবং তাক্বওয়ার সাথে পড়ে না, সত্যের সাথে এবং হৃদয়ের গভীর থেকে নামায পড়ে না, তারা প্রথাগতভাবে, অভ্যাসবশতঃ সিজদা করে মাত্র। তাদের হৃদয় বা আত্মা মৃত। সেই নামায পাপ বিমোচন করে যা নিজের মাঝে সত্যের প্রাণ রাখে এবং কল্যাণ প্রবাহের বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখে।

এরপর নামাযের বিভিন্ন অবস্থার হিকমত বা উদ্দেশ্য আর আমাদের ওপর এর যে প্রভাব পড়া উচিত এর বিস্তারিত

বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আঃ) বলেন, মানুষ যখন দন্ডায়মান হয়, যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং পবিত্রতার গান গায় এর নাম রাখা হয়েছে 'ক্বিয়াম' অর্থাৎ দন্ডায়মান হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তনের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হলো ক্বিয়াম বা দন্ডায়মান হওয়া। তিনি বলেন, দেখ! বাদশাহ্দের সামনে যখন কাসিদা বা কবিতা শুনানো হয় তখন দাঁড়িয়েই শুনানো হয়ে থাকে। তো এখানে বাহ্যিক ক্বিয়াম রাখা হয়েছে আবার অন্য দিকে মৌখিকভাবে প্রশংসা বা গুণকীর্তন রাখা হয়েছে। এর অর্থ হলো আধ্যাত্মিক ভাবেও তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দন্ডায়মান হও। তিনি বলেন, কোন কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই প্রশংসা করা হয়। যে ব্যক্তি কারো সত্যায়ন কারী হয় বা যখন কারও প্রশংসা করে তখন সে একটি মতামতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই তা করে । তাই যে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, তার জন্য আবশ্যক হলো সে সত্যিকার অর্থে আলহামদুলিল্লাহ্ তখন বলতে পারে যখন তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য, আল্লাহ্রই জন্য সব প্রশংসা। এই কথা যদি হৃদয়ে সৃষ্টি হয় তাহলে এটি আধ্যাত্মিক ক্বিয়াম। এরপর রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিআল আযীম' বলে। রীতি হলো কারো মাহাত্ম্য যখন মানুষ স্বীকার বা গ্রহণ করে তখন তার সামনে তার জন্য রুকু করা। সুতরাং মৌখিকভাবে 'সুবহানা রাব্বিআল আলা' ঘোষণা করেছে আর ব্যবহারিকভাবেও ঝুঁকেছে। মুখ আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আর একই সাথে মানুষ রুকুতে যায় এবং ঝুঁকে যায়।

এরপর তৃতীয় ঘোষণা হলো 'সুবহানা রাব্বিআল আলা'। 'আলা' হলো আফআল ও তাফযীল। আরবী ব্যাকরণে শব্দের সবচেয়ে গভীর অর্থ প্রদানের জন্য তা ব্যবহার করা হয়। খোদার মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পবিত্রতা এবং গরিমা বর্ণনার এই রীতি সিজদাকে চায় অর্থাৎ আল্লাহ্র দরবারে সম্পূর্ণভাবে সিজদাবনত হওয়া। 'সুবহানা রাব্বিআল আলা'র সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক অবস্থাও তাৎক্ষণিকভাবে সে বরণ এবং গ্রহণ আর অবলম্বন করল অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যে মহান তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আন্তরিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি একই সাথে মাটিতে সিজদা করে। তৃতীয় জিনিস ভিন্ন তা যদি অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে নামায হয় না, তা হলো সেই হৃদয়। হৃদয়ের ক্বিয়ামও এর জন্য আবশ্যক, এর ওপর দৃষ্টিপাতে আল্লাহ্ যেন দেখতে পান যে, সত্যিকার অর্থে সে প্রশংসা করছে এবং দন্ডায়মান রয়েছে। আত্মাও দন্ডায়মান হয় এবং সিজদা করে, দেহ নয় বরং আত্মাও দন্ডায়মান রয়েছে । যখন 'সুবাহানা রাব্বিআল আযীম' বলে তখন এটি শুধু মাহাত্মেরই স্বীকারোক্তি নয় বরং একই সাথে তাকে ঝুঁকতেও হবে আর এখানে তার আত্মারও ঝুঁকা আবশ্যক। তৃতীয় পর্যায়ে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়েছে, তাঁর পদমর্যাদার মাহাত্ম্য বা উচ্চতার ঘোষণার পাশাপাশি দেখা উচিত যে, আত্মাও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের আস্তানায় সিজদাবনত কিনা অর্থাৎ একইভাবে হৃদয়েরও সিজদা আবশ্যক। বস্তুত যতক্ষণ এই অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ যেন সে আশ্বস্ত না হয়। "يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ"-র অর্থ এটিই। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে, কিভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? এর উত্তর হলো- রীতিমত নামায পড়া এবং কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ সৃষ্টি হলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া। নামাযের সময় কুমন্ত্রণা আর সন্দেহ সৃষ্টি হলে উদ্বিগ্ন না হয়ে রীতিমত নামায পড়। প্রাথমিক অবস্থায় সন্দেহ কুমন্ত্রণার সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হয়, শয়তান আক্রমণ করে, শয়তানের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। এর চিকিৎসা হলো ক্লান্তি শ্রান্তিমুক্ত অবিচলতা ও ধৈর্যের সাথে নামাযে রত থাকা, আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে থাকা, অবশেষে সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যার কথা আমি এখন বলেছি। সুতরাং অবিচলতা হলো শর্ত। এটি যদি মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে খোদা ছুটে তার বান্দার কাছে আসেন, এরপর খোদার কৃপাবারীও বর্ষিত হয় কিন্তু এই সত্য এবং বাস্তবতাকে অনেকে বুঝে না, তড়িঘড়ি করে খোদা তা'লার দ্বার পরিত্যাগ করে বা এর গুরুত্ব বুঝে না আর দুনিয়ার মানুষের দ্বারে ধর্না দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এরপর স্মরণ রাখার যোগ্য কথা হলো, এই নামায যা সত্যিকার অর্থে নামায তা দোয়ার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে হাত পাতা মু'মিনসুলভ আত্মাভিমানের স্পষ্ট এবং প্রাকাশ্য বিরোধি। কেননা দোয়ার এই রীতি বা এমনভাবে দোয়া করা বা এমন ইবাদত খোদা তা'লারই প্রাপ্য। মানুষ সচরাচর দৈনন্দিন জীবনে একে অন্যের মুখাপেক্ষি হয়েই থাকে, একে অন্যের কাছে কিছু চেয়েই থাকে কিন্তু এমনভাবে হাত পাতা যা শুধু খোদা তা'লার কাছেই পাতা উচিত তা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কারও কাছে আশা রাখা এবং অন্য কারও ওপর নির্ভর করা এটি ভুল। তিনি বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তুচ্ছ করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে হাত না পাতবে, তাঁর কাছে না চাইবে, নিশ্চিত জেনো যে, প্রকৃত অর্থে সেই ব্যক্তি মুসলমান এবং সত্যিকার মু'মিন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম হলো তার সমস্ত শক্তি, আভ্যন্তরীন হোক বা বাহ্যিক, পুরোটাই খোদা তা'লার আস্তানায় যেন সিজদাবনত থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যের সামনে বা অন্যের কাছে হাত পাতে আর সেদিকেও ঝুঁকে বা বিনত হয়, অর্থাৎ এক দিকে আল্লাহ্র কাছে ঝুঁকে অপর দিকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনেও ঝুঁকে, তার স্মরণ রাখা উচিত, সে অনেক বড় দুর্ভাগা এবং বঞ্চিত। সুতরাং এটি বড় ভয়াবহ এবং হৃদয়কে কাঁপিয়ে তোলার মত বিষয় যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করে অন্যের কাছে হাত পাতবে। সেকারণেই যথাযথ প্রস্তুতির সাথে এবং রীতিমত নামায পড়া একান্ত আবশ্যক যেন প্রথম থেকে তা এক বদ্ধমূল অভ্যাসের মত হৃদয়ে গ্রথিত হয় আর আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকার বা প্রত্যাবর্তনের যদি মনমানসিকতা সৃষ্টি হয় তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে অন্যের সাথে সম্পর্ক

ছিন্ন করে এক জ্যোতি লাভ করে। তিনি বলেন, আমি বিষয়টি পুনরায় জোর দিয়ে বলব, পরিতাপ যে, আমি সেই শব্দ পাইনি যার মাধ্যমে অন্যের সামনে ঝুঁকার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে পারতাম। মানুষের কাছে গিয়ে আকুতি মিনতি করা, এটি খোদা তা'লার আত্মাভিমানে আঘাত। আমি সাদামাটা ভাষায় এ বিষয়টি বর্ণনা করছি, যদিও বিষয়টি আক্ষরিকভাবে এমন নয় কিন্তু বুঝা যায়, এটি একটি জাগতিক দৃষ্টান্ত, বুঝানোর জন্য বর্ণনা করছি। যেভাবে এক আত্মাভিমানী পুরুষের আত্মাভিমান এটি দেখা পছন্দ করবে না যে, তার স্ত্রী অন্য কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যারা এমন অবস্থায় সেই দুশ্চরিত্রা মহিলাকে হত্যা করা আবশ্যক মনে করে। তিনি বলেন, ইবাদত এবং দোয়া বিশেষ করে এই সত্তারই প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা'লা চান না যে, অন্য কাউকে মা'বূদ আখ্যা দেয়া হোক বা কাউকে এভাবে ডাকা হোক। সুতরাং স্মরণ রেখ! খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখ! যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনে ঝুঁকা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। নামায বা একত্ববাদ যাই বল না কেন, আল্লাহ্‌র সামনে ব্যবহারিক অর্থে ঝুঁকা হলো নামায। এটি তখন কল্যাণ শূণ্য এবং অর্থহীন হয়ে থাকে যখন তার সাথে আত্মবিলুপ্তি এবং একত্ববাদী হৃদয় অন্তর্ভুক্ত না হবে। অনেকেই বলে আমরা অনেক কেঁদেছি, অনেক নামায পড়েছি কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। এমন মানুষের কথা খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অনেকেই মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আকুতি মিনতি ও আহাজারি করলে কিছু লাভ হয় না, এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং মিথ্যা। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সর্বময় ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান থাকত তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাত না। কোন ব্যক্তি যখনই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আসে এবং সত্যিকার অর্থে তওবার সাথে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ্ সব সময় তার প্রতি কৃপা করেন।

আল্লাহ্ তা'লা চান তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আস। তাঁর অবস্থা অনুসারে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন কর। এটি অনেক বড় কথা। আমি প্রকৃত অর্থেই বলছি, খোদার মাঝে বিস্ময়কর শক্তি রয়েছে, তাঁর মাঝে অনন্ত কৃপা এবং কল্যাণরাজি নিহিত আছে, তাঁকে দেখার জন্য ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি কর। আল্লাহ্‌কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাস, যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন, আর সাহায্য এবং সমর্থন প্রকাশ করেন। সুতরাং আমাদের নিজেদের মাঝে এমন পরিবর্তন নিয়ে আসা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনেন। যারা আপত্তি করে যে, খোদা তা'লা শুনেন না বা গ্রহণ করেন না তাদের অধিকাংশ এমন যারা পাঁচ বেলার নামায পুরোপুরি পড়ে না। নামাযের কথা তাদের তখন মনে পড়ে যখন জাগতিক কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি অবশ্যই শুনবো কিন্তু আমার নির্দেশও তোমরা মেনে চল। যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে প্রথমে এ কথার উত্তর দিক যে, কয়জন এমন আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন যে, কুরআনে সাতশত আদেশ নির্দেশ আছে, কয়জন আছে যে, এই সাতশত নির্দেশ মেনে চলে? এটি খোদার পরম অনুগ্রহ যে, এসব সত্ত্বেও খোদার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে তাদের ভুল ভ্রান্তিকে তিনি উপেক্ষা করেন, তাদের দোয়াও গ্রহণ করেন। অনেকেই এমন আছে যারা হয়তো রীতিমত নামায পড়ে অভ্যস্ত নয় কিন্তু তাদের দোয়া গৃহিত হয়েছে, এটি খোদার অনুগ্রহ বরং আল্লাহ্ তা'লা দোয়া না করা সত্ত্বেও তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর অধীনে মানুষের অভাব মোচন করেন। তাই অভিযোগের কোন সুযোগ নেই। তাই আমাদেরকে খোদার নির্দেশ অনুসারে চলার চেষ্টা করা উচিত। আর সে অনুসারে নিজেদের ইবাদত, নামায এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে তার মাঝে ইসলামের ভালোবাসা এবং মাহাত্ম্য সৃষ্টি হতে পারে না। হুজুর (আঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন নিজেদের নামাযের সেভাবে সুরক্ষা এবং হিফাযত করতে পারি যেন আমাদের আত্মা এবং প্রতিটি আবেগ-অনুভূতি সত্যিকার অর্থে নামায আদায়কারী হয়ে যায়।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 15th April, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B